৪ বর্ষ ৪৩ সংখ্যা ১৫ মার্চ ২০০২/২ চৈত্র ১৪০৮

এই শতাব্দীর সাপ্তাহিক ২০০০

বেশি কথা বলা বাঙালির স্বভাবজাত বৈশিষ্ট্য হয়ে দাঁড়িয়েছে। জাতীয় চরিত্রের এ বৈশিষ্ট্য যেন এদেশের রাজনৈতিক নেতারা একশ' ভাগ রপ্ত করেছেন। সব সময়ই তারা কাজের চেয়ে বেশি কথা বলেন। কথা বলায় জোট সরকারের সকল মন্ত্রীকে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী আলতাফ হোসেন চৌধুরী হার মানিয়েছেন। দেশে দাবানলের মতো সন্ত্রাস ছড়িয়ে পড়ছে। তিনি পরিস্থিতিকে ধামাচাপা দিতে প্রতিদিন বিভ্রান্তিকর, দুর্বোধ্য বাক্য ও শব্দ ব্যবহার করে চলেছেন। পরিস্থিতিকে আরো জটিল করছেন।

নির্বাচনের পর সারা দেশে ধর্মীয় সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের ওপর নির্যাতন শুরু হয়। স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী হেলিকপ্টারে এলাকা ঘুরে এসে সাংবাদিকদের জানান, ঘটনা কিছু সত্য, কিছু অসত্য, আর কিছু অতিরঞ্জিত। পত্রিকার পাতায় যখন খুন, ধর্ষণ, চাঁদাবাজির খবরে ভরে উঠছে, সাংবাদিকদের তিনি বলেছেন, সারা দেশে আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতি স্বাভাবিক। দিনে দিনে উন্নতি হচ্ছে। সম্প্রতি সংবাদ সম্মেলনে তিনি বলেছেন দেশে খুন বেড়েছে, অপরাধ বাড়েনি। মানুষের মধ্যে আতঙ্ক নেই, অস্বস্তি আছে। তার দুর্বোধ্য বাক্য ও শব্দের ব্যবহার সাধারণ জনগণকে বিভ্রান্ত করে তুলছে।

একটি গণতান্ত্রিক দেশের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী খুনকে অপরাধ বলে ধরেননি। অথচ প্রচলিত আইনে খুন করা মানুষের সবচেয়ে বড় অপরাধ। আওয়ামী লীগ আমলের শেষ সময় সাবেক স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী নাসিম এমনি কথা বলতেন। তিনি চল্লিশ হাত মাটির নিচ থেকে সন্ত্রাসীদের ধরে আনার হুঙ্কার দিতেন। কিন্তু তিনি সন্ত্রাসীদের গ্রেপ্তার করেননি। দেশে প্রতিদিন তখন গড়ে ১০জন খুন হয়েছে। বোমায় মারা গেছে সাধারণ জনগণ। অপরাধীরা ঘুরে বেড়িয়েছে।

দেশের সাধারণ জনগণ বিগত আওয়ামী লীগ শাসনামলের সন্ত্রাসে অতিষ্ঠ হয়ে উঠেছিল। তারা এ অবস্থা থেকে পরিত্রাণ চেয়েছে। জোটনেত্রী সকল জনসভায় সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে বক্তব্য রেখেছেন। এ কারণে জোটকে নয়, জনগণ সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে ভোট দিয়েছে। জোট সরকার যেন আজ তাদের পূর্বের প্রতিশ্রুতি ভুলতে বসেছে।

ক্রমবর্ধমান সন্ত্রাসে সাধারণ মানুষ আজ আতঙ্কিত। মানুষ দেখতে পাচ্ছে বিএনপি অতীত থেকে কিছুই শেখেনি। পাঁচ মাস অতিবাহিত হবার পরও সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে সরকার কার্যকর কোনো ব্যবস্থা নিতে পারছে না। স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী শুধু বাগাড়ম্বর করেই চলছেন। জনগণ আর স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর কথা শুনতে চায় না। তারা কাজ নতুবা তার পদত্যাগ চায়।